দৈনিক খবর

087

তারিখ 17 APR 1988
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন।

মন্ত্রী ১৪ই এপ্রিল মহাখালীস্থ বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেসীন কমপ্লেক্স ও মসজিদে গাউছুল আযম প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেসীন আয়োজিত ২ দিনব্যাপী এক ওলেমা ও মাদ্রাসা শিক্ষক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। খবর তথ্য বিবরণীর।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেসীন দেশের ১ লাখ ৫০ হাজার মাদ্রাসা শিক্ষকদের একমাত্র সংগঠন।

শিক্ষামন্তরী বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এজন্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাজেটের সিংহভাগ প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় করছেন। মন্ত্রী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইফতেদায়ী মাদ্রাসার গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় ইফতেদায়ী মাদ্রাসা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দানকালে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেসীনের সভাপতি ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী আলহাজ্ব মাওলানা এম এ মান্নান শিক্ষামন্ত্রীর কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আপনি শিক্ষার মান উন্নয়নে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে গোটা শিক্ষা সমাজ আপনার সহযোগিতা দিয়ে যাবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে ধর্মমন্ত্রী বলেন, বৃটিশ আমল থেকে এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে কিন্তু এতদিন মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে কোন সমন্বয় ছিল না। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেসীন সংগঠিত হওয়ার পর মাদ্রাসা-ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ফিরে এসেছে।

মাওলানা মান্নান বলেন, দেশের প্রায় ৫ হাজার মাদ্রাসার জন্য ঢাকায় মাত্র একটি মাদ্রাসা বোর্ড রয়েছে। চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে স্বতন্ত্র তিনটি মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করার জন্য তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ধর্মমন্ত্রী শিক্ষকদের কল্যাণে জিপি ফাণ্ড বাধ্যতামূলক, কল্যাণ তহবিল প্রবর্তন ও সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় শিক্ষকদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ মহার্ঘ ভাতা দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব রাখেন।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য মহাখালীস্থ মসজিদে গাউসুল আযম কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে বলেও ধর্মমন্ত্রী উল্লেখ করেন।